দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 JUL 2008
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

উত্তরাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঝড়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে

সহস্রাধিক শিক্ষকের পদ খালি ॥ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সঙ্কট

॥ লিমন বাসার, বগুড়া অফিস ॥

উত্তরাঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ঝড়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে। স্কুল পরিচালনায় অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা বিভাগের তদারকির অভাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলগামী করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বছরের শুরুতে পাঠ্যবই ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পারছে না শিক্ষা বিভাগ। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাতে শিক্ষক না থাকায় ভাল শিক্ষা না পেয়ে স্কুল ত্যাগের প্রবণতা বাড়ছে। আর উপবৃত্তি প্রদানে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। উপবৃত্তির টাকা যথাসময়ে পরিশোধ না করায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও নিয়মিত হচ্ছে না ছাত্র-ছাত্রীরা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ১৬ হাজার ৩০৩টি। সরকারি স্কুল ৯ হাজার ২২৬টি। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৭ হাজার ৪১টি। স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি আছে ৪০ লাখ ৩৭ হাজার ৩৩২। কাগজে-কলমে ভর্তি দেখালেও স্কুলে যায় না ৪ লাখেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী। ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের গড় সংখ্যা প্রায় ৩০ থেকে ৩৭ ভাগ। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে সহস্রাধিক। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি ৯৩টি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছে এমন কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার জরিপ থেকে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় স্কুল গমন উপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৭ লাখ ৩৩ হাজার। স্কুলে ভর্তি দেখানো হয়েছে ৪০ লাখ ৩৭ হাজার ৩৩২ জনকে। স্কুলে যায় না ৭ লাখ ৬ হাজার ৬৬৮ জন। ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজশাহী ও পঞ্চগড় জেলায়। এছাড়া অন্যান্য জেলার মধ্যে ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে: বগুড়া জেলায় শতকরা ২২ ভাগ, রংপুর জেলায় ২৫ ভাগ, কুড়িগ্রাম জেলায় ১৮ ভাগ, লালমনিরহাট জেলায় ২৫ ভাগ, নীলফামারী জেলায় ৩০ ভাগ, দিনাজপুর জেলায় ১৪ ভাগ, ঠাকুরগাঁও জেলায় ১১ ভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৩২ ভাগ, নাটোর জেলায় ২৯ ভাগ, নওগাঁ জেলায় ৩৫ ভাগ, পাবনা জেলায় ৩৭ ভাগ এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ২৫ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে করুণ অবস্থা দুর্গম চরাঞ্চলে। চরাঞ্চলের অধিকাংশ সরকারি প্রাইমারি স্কুলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নদীর ভাঙনে এসবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। স্কুলের অস্তিত্ব না থাকলেও এখনো সে নামেই স্কুল চলছে। কোন কোন স্থানে নদীর ভাঙনে স্থান বদল করে অন্যত্র চলছে স্কুল। শিক্ষকতা টিকিয়ে রাখতে শিক্ষকরাই স্কুল চালাচ্ছে স্থানান্তর করে। বগুড়ার চরাঞ্চলের অনেক স্থানে দেখা গেছে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ক্লাসের বদলে চলছে গরু ও খড়কুটো রাখার কাজ। সারিয়াকান্দির শোনপচা চরে একটি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের স্কুলে শিক্ষক আসে না। মাসে ২/৩দিন ক্লাস হয়। এজন্য তারা নিয়মিত স্কুলে যায় না।